প্রথম আলো

তারিখ ... 24 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

আযিযুল হক কলেজে ভর্তি বন্ধ করে দিল ছাত্রলীগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া

বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে ছাত্রলীগ। এ সময় তারা কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিপেটা করে। এর প্রতিবাদে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসের সামনের সড়ক অবরোধ করেন।

আযিযুল হক কলেজ সূত্র জানায়, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ১৭ জুন মেধা ও অপেক্ষমাণ মিলিয়ে এক হাজার ৪০০ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এর মধ্যে ৪৩০ জনের অপেক্ষমাণ তালিকার স্বচ্ছতা নিয়ে আপত্তি তোলেন কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতারা। তাঁরা বলছেন, অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা সবাই এসএসসিতে গড়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। কিন্তু বিষয়ভিত্তিক নম্বর কম পাওয়া সত্ত্বেও অনেকের নাম তালিকার প্রথম দিকে। আবার বেশি নম্বর পেয়েও কেউ কেউ নিচে স্থান পেয়েছে। অপেক্ষমাণ ওই তালিকার মধ্যে গ্রামীণ ও মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাদে বিজ্ঞানে ৯০, মানবিকে ৭২ ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৬৭ জনকে ২৩ জুন ভর্তির কথা জানানো হয়।

কলেজের একটি সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ প্রশাসনের অনুরোধে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করে ২০ জুন কলেজে পাঠায়। ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা নতুন তালিকাকেও 'অস্বচ্ছ' আখ্যায়িত করে ভর্তিপ্রক্রিয়া বন্ধ রাখার দাবি জানান। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষ আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ জুন থেকে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। গতকাল সকালে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি শুরু হয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নতুন ভবনের কাউন্টারে গিয়ে ভর্তি বন্ধ করে দেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিয়ে আবারও শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু করার প্রস্তুতি নেয়। এ সময় ক্যাম্পাস-সংলগ্ন এলাকার শ্রমিক লীগের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে ঢুকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বের করে দেন।

প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানান, বিতাড়িত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সংগঠিত হয়ে বেলা দুইটার দিকে ক্যাম্পাসে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করেন। তাঁরা প্রথমে অধ্যক্ষের কক্ষের সামনের জানালার কাচ ও ফুলের টব ভাঙচুর করেন। পরে তৃতীয় তলায় গিয়ে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে স্থাপন করা কেন্দ্রীয় ভর্তি নিয়ন্ত্রণকক্ষের বেঞ্চ ও টেবিল ভাঙচুর করেন। এ সময় তাঁরা বিজ্ঞান ভবনের উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগেও হামলা-ভাঙচুর চালান। এর পরপরই পুলিশ লাঠিপেটা শুরু করে। এতে তিনজন সামান্য আহত হন।

শিক্ষকেরা জানান, ভণ্ডুল হওয়ার আগ পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগে অপেক্ষমাণ তালিকার ৯০ জনের মধ্যে ৫১ জনকে ভর্তি করানো সম্ভব হয়েছে। তবে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ঠিক কত জন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পেরেছে, কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি।

পুলিশের লাঠিপেটার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসের সামনের সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় ১০ মিনিট পর তাঁরা ক্যাম্পাসে ফিরে মিছিল-সমাবেশ করেন।

কলেজ শাখা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মাহমুদুরবী রাসেল অভিযোগ করেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের অন্ধকারে রেখে অধ্যক্ষ তাঁর মনগড়া একটি অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করে ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চান। এটা চলতে দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, অধ্যক্ষকে অপসারণ এবং স্বচ্ছভাবে তালিকা না করা পর্যন্ত অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে কাউকে ভর্তি করতে দেওয়া হবে না। কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম ছালামত উল্লাহ্ *প্রথম আলোকে* জানান, ছাত্রলীগ যে অভিযোগ করেছে, তা ঠিক নয়। বোর্ড থেকে পাঠানো তালিকার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি চলছিল। তিনি পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, ছাত্রলীগের নেতাদের সুপারিশে অন্যায়ভাবে ভর্তিপ্রক্রিয়া চালাতে রাজি না হওয়ায় তাঁরা অরাজকতা চালিয়েছেন। অধ্যক্ষ বলেন, আজ বৃহস্পতিবার তিনি ভর্তি কার্যক্রম শুরু করবেন। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা যদি ভর্তি বন্ধ করে দেন, তাহলে তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।